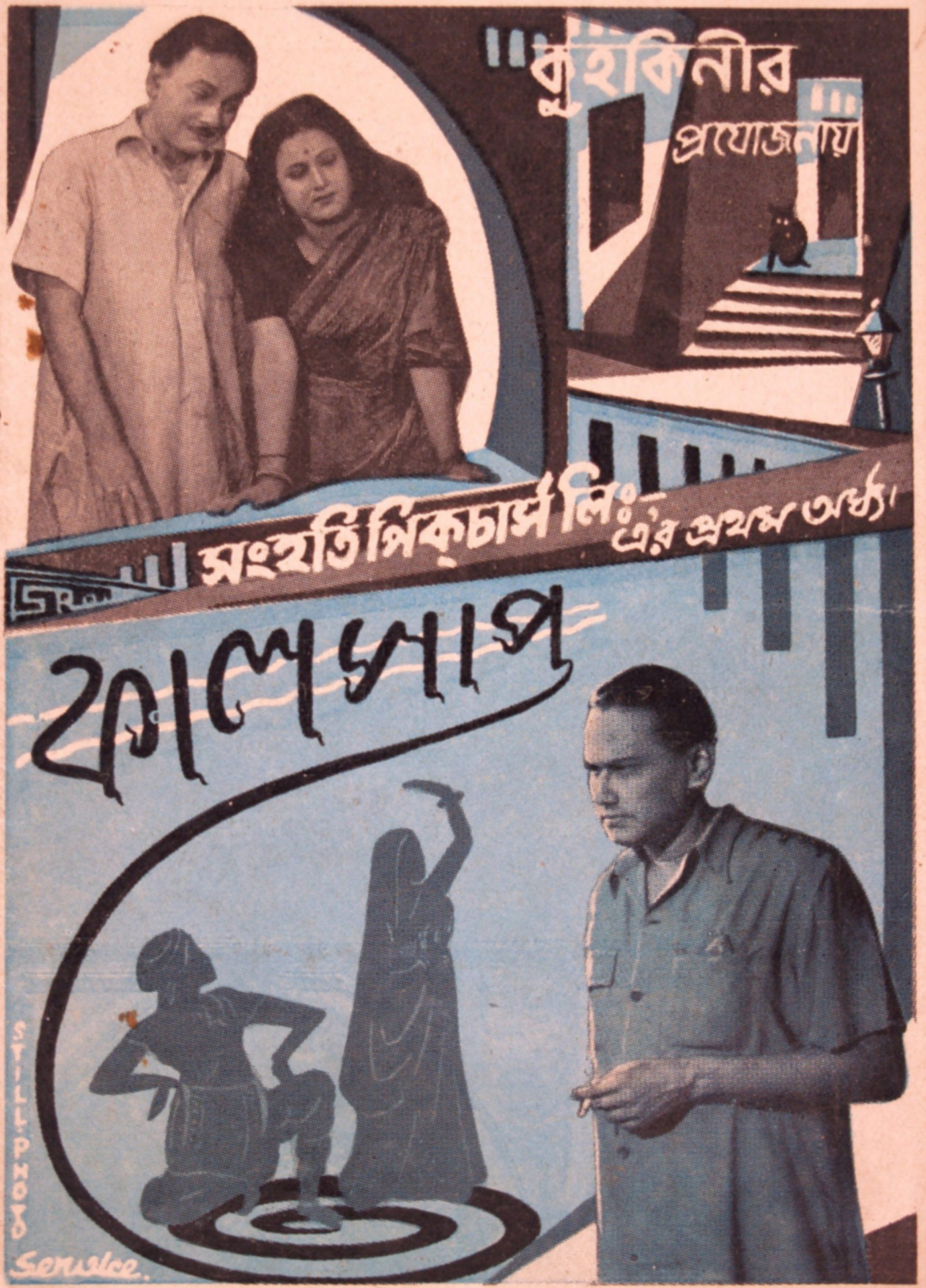

কুহকিনীর
প্রযোজনায়
সংহতি পিকচার্স লিঃ এর প্রথম অর্ঘ্য
কালোসাপ
STILL PHOTO Service.

কুহকিনীর প্রযোজনায়

সংহতি পিকচার্স লিঃ-এর প্রথম অর্ঘ্য

কালসাপ

ঃ রচনা ও পরিচালনা ঃ

খগেন রায়

পুরুষ—চরিত্রে

ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ), সুশীল রায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য, শিবশঙ্কর সেন, জীবনকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু চট্টোপাধ্যায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, শচীন গোস্বামী, কল্যাণী রায়, অতুল ভট্টাচার্য, ধীরেন হালদার, প্যাঁচাবাবু, লালমোহন ঘোষ, ৺বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস, ধীরেন মুখোপাধ্যায়, অলক মুখোপাধ্যায়, কালু দোবে, কিশোরী পাইন, গোরা রায় প্রভৃতি।

নারী—চরিত্রে

প্রমীলা ত্রিবেদী, আরতি দাস, তারা ভাদুড়ী, আশা বোস, যমুনা সিংহ, ঊষা দেবী, কৃষ্ণা রায় প্রভৃতি।

—একমাত্র পরিবেশক—

ক্যালকাটা টকীজ লিঃ

৩০, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

কালসাপ

কাহিনী

মরবার কিছুদিন আগে নবীন শর্মা তার বন্ধুর কাছে দিদিমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া লাখটাকার দামী পাথর গচ্ছিত রেখে গেল। এই গচ্ছিত রাখার দৃশ্যটি লুকিয়ে থেকে দেখলো এক রহস্যময়, অজ্ঞাত পরিচয় ছায়ামূর্তি।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। .....ট্রেনে চড়ে অনিমেষ আসছিল কাশী থেকে কলকাতায়—বন্ধু সুনীলের সঙ্গে দেখা করতে। অনিমেষকে এই গল্পে অবশ্য আমরা এর পর থেকে "নার্ভাস্" বলেই অভিহিত করব। কলকাতায় বন্ধুর ঘরে এসে কিন্তু সে দেখতে পেল বন্ধু সুনীলের মৃতদেহ। কারণ অনুসন্ধান করবার আগেই একদল লোক এসে সেই নাতি-অন্ধকার ঘরে তাকে ঘিরে ফেললো। তারা হত্যার অপবাদ তার কাঁধে চাপিয়ে দিল। এদের হাত থেকে কোনক্রমে পালিয়ে গিয়ে নার্ভাস্ এক মোটর গাড়ীর আরোহীর সঙ্গে অতর্কিতে পরিচিত হোলো। হতভম্ব, আতঙ্কিত, নার্ভাস আশ্রয় ভিক্ষা করলে মোটর-আরোহী তাকে অনন্যোপায় হয়ে আশ্রয় দিল। এই মোটর-আরোহী গুরুসদয় মুখুজ্যেকে এর পর আমরা দেখছি কলকাতায় রায়বাহাদুর সত্যসুন্দর চৌধুরীর বাড়ীতে সম্পত্তি কেনা-বেচার দালালরূপে। রায়বাহাদুর তাকে কিন্তু বিশেষ আমোল দিলেননা। এইখানে গুরুসদয় পরিচিত হোলো সত্যবাবুর দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে শিবুর সঙ্গে। পরিচয়ের গণ্ডী বাড়তে বাড়তে রায়বাহাদুরের ভাইপো ও উত্তরাধিকারী মহেন্দ্র ও পরিচিত হোলো

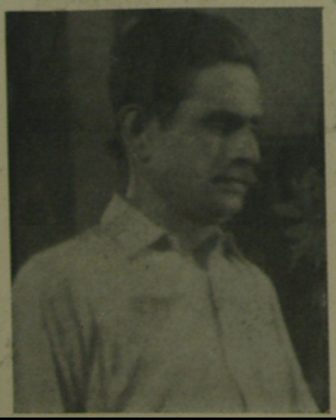

গুরুসদয়ের সঙ্গে। গুরুসদয় শিবু-মহেন্দ্রকে বলে,—আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের ভেতর দেখেশুনে আমার বন্ধুকন্যা মালতীর জন্য একটি সুপাত্র দেখে দিন্‌না? তবে একটু কুলগত খুঁত আছে—এইযা। মহেন্দ্র-শিবু বলে, অমন সুন্দরী মেয়ের আবার কুলগত খুঁত! হাজার ছেলে এগিয়ে আসবে। এদের মেলামেশাটা ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলো……।

প্রসঙ্গান্তর। কলকাতার বিখ্যাত বেসরকারী গোয়েন্দা স্বরজিৎ বসু ও তস্য সাকরেদ্ মাষ্টার ভুলু ভট্‌চাজ্ একটা ষড়যন্ত্রের মূল ভেদ করে এক সদ্যবিধবা মহিলা ও তার মেয়ে অমলাকে উদ্ধার করলো। মেয়েকে স্বরজিতের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে মা কাশী বেড়াতে গেল। মেয়ে আশ্রয় পেল বটে কিন্তু ভুলু পেছনে ঘুরঘুর করতে ছাড়েনা। স্বরজিত মনে মনে হাসে, হয়তো প্রশ্রয়ও দেয় কিছুটা।

এদিকে রায়বাহাদুর সত্যসুন্দর চৌধুরী একদিন রহস্যজনকভাবে হঠাৎ কার্মাটারের বাগানবাড়ীতে মারা গেলেন। মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য ডাক পড়লো স্বরজিৎ বসুর। মহেন্দ্রদের 'ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড' গুরুসদয় এগিয়ে এসে স্বরজিৎকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করলো রায়বাহাদুরের মৃত্যুরহস্য নিরাকরণ করতে। গুরুসদয় বলে, মৃত্যুর কারণ সর্পাঘাত কারণ মৃত্যুর রাত্রে রায়বাহাদুরের খাবার টেবিলের পায়ের কাছে বিরাট বিষধরকে দেখা গিয়েছিল। স্বরজিৎ বললো, সাপতো বটেই তবে কি জাতের সাপ সেইটেই বিচার্য!

এরপর চললো লুকোচুরির পালা। মনে হয় সবাই যেন সবাইকে সন্দেহ করছে। স্বরজিৎ তথ্যানুসন্ধানে কার্মাটার গিয়ে দেখলো আগের দিন রাতে রায়বাহাদুরের মালী লখিয়াকে কে যেন ওষুধের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মেরে গেছে। গুরুসদয়ের কথাবার্ত্তা, হালচাল যেন অতিমাত্রায় সন্দেহোদ্দীপক। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু একটা পায়ের ছাপ মিলে যেতেই

রাস্তা খুলে গেল। বাকীটা স্মরজিৎ পেয়ে গেল ডাকবাংলোর পার্টির গভীর নিশীথে। এক মুখোসধারীর আবির্ভাবে স্মরজিৎ বুঝলো তার হিসেব এতদিন ছিল ভুল।

প্রবল গোলাগুলি চললো। শিবু মুখোসধারী আততায়ীর হাতে নিহত হোলো। স্মরজিত ভাবে, তাহলে মুখোসধারী কে? গুরুসদয়? শিবু? মহেন্দ্র?

অথবা————?

স্মরজিতের সমস্যার সমাধান ও এই সঙ্গে জোড়া গোয়েন্দার বুদ্ধির লড়াই রূপালি পর্দায় দেখতে পাবেন।

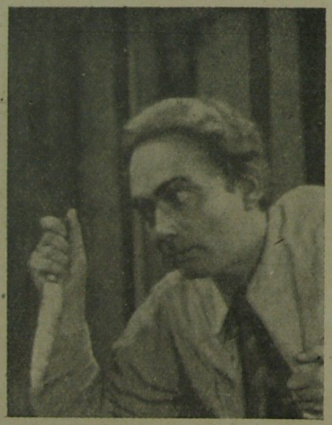

চিত্রগ্রহণ : নিমাই ঘোষ
শব্দধারণ : নৃপেন পাল
শচীন চক্রবর্ত্তী
সুরযোজনা : সুশান্ত লাহিড়ী
নৃত্যশিক্ষা : পিটার গোমেজ্
সম্পাদনা : রবীন দাস
রসায়নাগারিক :
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ
ও রাধা ফিল্ম কোং
ব্যবস্থাপক : অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পনির্দেশ : অনিল পাইন

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে
আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

সহকারিগণ

পরিচালনায় : প্রবীর দেব
হিমেন নস্কর
অলক মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : গীতেন দে, অধীর দে, রুস্তম আলি
চিত্রগ্রহণে : বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী
নবেন্দু পাল
শব্দগ্রহণে : গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্দু অধিকারী
সম্পাদনায় : গোবর্ধন অধিকারী
রূপসজ্জা : গোষ্ঠ দাস
স্থিরচিত্র গ্রহণ : ষ্টিল ফোটো সার্ভিস।

সংহতি পিকচার্স লিমিটেডের

দ্বিতীয় অবদান

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

কৃষ্ণকান্তের উইল

পরিচালনা : **খগেন রায়**

বিশিষ্টাংশে :—সন্ধ্যারাণী, শিপ্রা দেবী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পৃথ্বেন্দু মুখোপাধ্যায়, রেবা দেবী, আরতি দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ) [redacted]মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, জীবন কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর প্রভৃতি।

আসিতেছে

"কালসাপ" চিত্রের স্বত্বাধিকারীগণ : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজীবনকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রেণুকা বসু।

সত্ত্বাধিকারিদের তরফ হইতে শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৭, বসন্ত বোস রোড, কলিকাতা—২৬, সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র